রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ১৬, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১২ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-৫- আইন/২০১৭।—মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন) এর ধারা ৪৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন বিধিমালা, **২০১৭** নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) "আইন" অর্থ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২;

(২) "উদ্ধারকারী কর্মকর্তা" অর্থ মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা ভিকটিমকে সরাসরি উদ্ধারকারী কোন পুলিশ কর্মকর্তা, সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি;

(৩) "জাতীয় সংস্থা" অর্থ আইনের ধারা ৪৩ এর অধীন গঠিত জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা;

(৪) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত ট্রাইব্যুনাল;

(৫) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল;

(৬) "তহবিল" অর্থ আইনের ধারা ৪২ এর অধীন গঠিত মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল;

মূল্য ঃ **টাকা ৩০.০০**

(৭) "প্রবেশন কর্মকর্তা" অর্থ Probation of Offenders Ordinance, 1960 (Ordinance No. XLV of 1960) বা বিদ্যমান অন্য কোন আইনের অধীন প্রবেশন কর্মকর্তা (Probation Officer) হিসাবে নিযুক্ত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা ;

(৮) "বেসরকারী সংস্থা" অর্থ বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনের অধীন অনুমোদিত বা নিবন্ধিত কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উহা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন;

(৯) "ব্যক্তি" অর্থে কোন ব্যক্তি, কোম্পানী, সমিতি, অংশীদারী কারবার, সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থা বা উহাদের প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার তফসিলের কোন ফরম;

(১১) "মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি" বা "ভিকটিম" অর্থ এই বিধিমালার অধীন সংঘটিত মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি এবং উক্ত ব্যক্তির আইনগত অভিভাবক বা উত্তরাধিকারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ; এবং

(১২) "মনিটরিং সেল" অর্থ আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৬) এর অধীন গঠিত কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানব পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিধানাবলী

৩। **মানব পাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ।**—মানব পাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে জাতীয় সংস্থা মানব পাচার সংক্রান্ত বেআইনি কর্মকাণ্ড ও তৎপরতার ধরন, ব্যাপ্তি এবং প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সহ নিম্নবর্ণিত বিষয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিবে, যথা:-

(ক) মানব পাচারের ঝুঁকি;

(খ) মানব পাচারের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃসীমান্তীয় পথ ও কৌশল;

(গ) বেআইনি সীমান্ত অতিক্রমন এবং বহির্গমনে ব্যবহৃত কাগজাদি;

(ঘ) মানব পাচারে ব্যবহৃত পরিবহন ও আবাসন নেটওয়ার্ক;

(ঙ) সংঘবদ্ধ পাচারকারীদের নেটওয়ার্ক , মূল হোতা, দালাল এবং আশ্রয়দাতাদের তালিকা, অবস্থানের স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা ও ভূমিকা ;

(চ) সাজা ভোগের পর মুক্ত পাচারকারী কিংবা জামিনে মুক্ত অভিযুক্তদের কার্য বা চলাফেরা সংক্রান্ত; এবং

(ছ) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমদের আটক বা অন্তরীণ রাখা হয় এমন কোন বাড়ি, স্থাপনা বা স্থান।

৪। **কাজের সন্ধানে অন্যত্র প্রেরিত কিংবা গমনকারী ব্যক্তির নিবন্ধন।**—(১) মানব পাচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদে একটি নিবন্ধন বহি থাকিবে।

(২) কোন ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে, বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় বা অন্য কোন ব্যক্তির পরামর্শে বা উক্ত ব্যক্তির কথায় বা প্রস্তাবে প্রভাবিত হইয়া কোন কাজের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাংলাদেশের বাহিরে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি-

(ক) যে স্থানে গমন করিবেন উক্ত স্থানের ঠিকানা, দেশ, কার্যালয়ের নাম, ইত্যাদি সম্বলিত তথ্য;

(খ) যাহার মাধ্যমে গমন করিতেছেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ;

(গ) যে উদ্দেশ্যে বা যে কাজে নিয়োজিত হইবেন সেই কার্য সম্পর্কিত তথ্যাদি, যতদূর সম্ভব;

(ঘ) পাসপোর্টের বিবরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে;

সম্বলিত তথ্যাদি উল্লেখক্রমে নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত নিবন্ধন কার্যক্রম তদারকিসহ স্থানীয়ভাবে মানব পাচার প্রতিরোধকল্পে, ক্ষেত্রমত, সকল ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডসমূহে একটি স্থানীয় মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটি থাকিবে।

(৪) উপবিধি (৩) এ উল্লিখিত কমিটির গঠন ও কার্যাবলী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় সংস্থার সহিত পরামর্শক্রমে, পরিপত্র জারির মাধ্যমে নির্ধারণ করিবে।

৫। **তথ্য সংরক্ষণ, তথ্যভাণ্ডার, ইত্যাদি।**—(১) মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা ভিকটিম এর উদ্ধার, প্রত্যাবর্তন, পুনর্বাসন, সমাজে একাঙ্গীভূতকরণ (integration) ও সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্যসহ মানব পাচারের মামলা বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংস্থা একটি তথ্যভাণ্ডার পরিচালনা করিবে, যাহাতে উপ-বিধি (৩) এর বিধান সাপেক্ষে যে কোন ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত অভিগম্যতা থাকিবে।

(২) তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষিত তথ্যের অতিরিক্ত হিসেবে, জাতীয় সংস্থা মানব পাচারের শিকার প্রত্যেক ব্যক্তি বা ভিকটিম এর জন্য স্বতন্ত্র কোড নম্বর সংবলিত একটি নথি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবে, যাহাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ভিকটিম এর উদ্ধার, প্রত্যাবর্তন, পুনর্বাসন, সমাজে একাঙ্গীভূতকরণ ও সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষিত থাকিবে।

(৩) তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষিত তথ্য মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা ভিকটিম এর গোপনীয়তা, নিরাপত্তা, সুনাম এবং মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিয়া ব্যবহার ও প্রদর্শন করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন

৬। **মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিম উদ্ধার ও সনাক্তকরণ**।—(১) পুলিশ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কোন গণমাধ্যম বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু বা সহকর্মী, বেসরকারি সংস্থা বা উদ্ধারকৃত মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমদের সনাক্তকরণে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করিবে।

(২) কোন মানব পাচারের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হইবার পর বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের অবস্থান চিহ্নিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা উক্ত মানর পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে উদ্ধারের লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনা বা উদ্ধার তৎপরতা শুরু করিবে এবং উদ্ধার প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট থানা, মনিটরিং সেল এবং জাতীয় সংস্থাকে অবহিত রাখিবে।

৭। **মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গের প্রত্যাবাসন এবং প্রত্যাবর্তন**।—আইনের ধারা ৩৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস বা মিশন বাংলাদেশী নাগরিককে, যিনি মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিম চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার বা প্রত্যাবাসনের কাজে জাতীয় সংস্থা এবং প্রয়োজনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ জাতীয় সংস্থা, সরকারের এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ করিবে।

৮। **ব্যক্তিগত তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও পুলিশের নিকট হস্তান্তর**।—(১) উদ্ধারকারী কর্মকর্তা মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা ভিকটিমকে উদ্ধারের পর তফসিল-ক এর ফরম-১ এ তাহার ব্যক্তিগত তথ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) উদ্ধারকারী কর্মকর্তা কর্তৃক, উদ্ধারের পর প্রথম ৮ (আট) ঘন্টার মধ্যে, ব্যক্তিগত তথ্য নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ ব্যতীত, মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা ভিকটিমকে অন্য কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ বা প্রশ্ন করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন তথ্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সময়সীমা হইবে অন্যূন ৮ (আট) ঘন্টা:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-বিধি (৪) এর বিধান অনুযায়ী পুলিশের নিকট হস্তান্তর করিবার পূর্বে, শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অনধিক ১২ (বার) ঘন্টা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে নিজেদের হেফাজতে রাখা যাইবে।

(৪) পুলিশ ব্যতীত অন্য কোন উদ্ধারকারী কর্মকর্তা কর্তৃক মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা ভিকটিমকে উদ্ধার করা হইলে তাহাকে, প্রয়োজনে প্রবেশন কর্মকর্তার সহায়তায়, পুলিশের নিকট হস্তান্তর করিবে এবং হস্তান্তরের নোটসহ উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ফরম-১ এর কপি সংশ্লিষ্ট থানা, মনিটরিং সেল এবং জাতীয় মানব পাচার সংস্থার নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) পূর্বে মামলা দায়ের করা না হইলে, মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা ভিকটিমকে উদ্ধারের পর, যতদূর সম্ভব, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা পাচারের ঘটনা রেকর্ডভুক্ত ও মামলা দায়ের করিবেন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্র মনিটরিং সেল এবং জাতীয় সংস্থার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৬) উদ্ধারের পর মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা ভিকটিম এর ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, আইনের ধারা ৩৬ এর বিধান অনুসৃত হইবে।

(৭) উদ্ধারকৃত বিদেশী নাগরিক মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা ভিকটিম হিসাবে চিহ্নিত হইলে তাহার জন্য করণীয় আইনানুগ ব্যবস্থাদি আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুসারে পরিচালিত হইবে।

৯। তদারকি, তথ্য ভাণ্ডার ইত্যাদি।—(১) আইনের অধীন দায়েরকৃত সকল মামলার অগ্রগতি, মামলার তদন্ত, ইত্যাদি মনিটরিং সেল নিবিড়ভাবে তদারকি করিবে এবং তথ্য প্রদানকারীর নিরাপত্তা বিধান, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিম এর নিরাপত্তা ও মানব পাচার প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবে।

(২) মনিটরিং সেল উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত তথ্যসহ বিভিন্ন জেলা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি কম্পিউটার ভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবে এবং উক্ত তথ্য সকল সরকারি সংস্থা ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৩) মনিটরিং সেল, জাতীয় সংস্থার সহিত পরামর্শক্রমে ও উহার সহায়তায়, সময়ে সময়ে, মানব পাচারকারীদের ছবি ও প্রাসংগিক সকল তথ্য, যতদূর সম্ভব, বিস্তারিত বিবরণ বহুল প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) মনিটরিং সেল প্রতি মাসে উহার পূর্ববর্তী মাসের কার্যক্রমের বিবরণী, প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ, জাতীয় সংস্থার নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) আইনের ধারা ৩৪ এবং এই বিধির অধীন তথ্য ভাণ্ডার পরিচালনা, সংরক্ষণ, ইত্যাদির বিষয়ে মনিটরিং সেল জাতীয় সংস্থার নিকট হইতে সকল ধরনের সহায়তা প্রাপ্ত হইবে এবং তদ্‌কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি প্রেরণে বাধ্য থাকিবে।

(৬) আইনের অধীন সাজা ভোগ করিবার পর মুক্ত হইয়াছেন কিংবা জামিনে মুক্ত হইয়াছেন এমন কোন মানব পাচারকারী বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কার্যক্রম বা চলাফেরা সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষ মনিটরিং সেল এবং স্থানীয় মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে তদারকি করিবে।

১০। তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে বিশেষ প্রসিকিউটরের মতামত গ্রহণ।—(১) মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন, বিশেষত উহার সাক্ষ্য- স্মারক, সম্পর্কে আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত বিশেষ প্রসিকিউটরের মতামত গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন মামলার তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির অনধিক ০৭ (সাত) কার্য-দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের পাবলিক বা বিশেষ প্রসিকিউটর তাহার মতামত প্রদান করিবেন।

১১। **দেশের অভ্যন্তরে উদ্ধারকৃত মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি ও ভিকটিমের ক্ষেত্রে করণীয়।**—(১) দেশের অভ্যন্তর হইতে উদ্ধারকৃত কোন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আইনের ধারা ৩৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যত দ্রুত সম্ভব, পরিবার ও সমাজের সহিত একাঙ্গীভূতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের পরিবারের উৎস সন্ধান বা তাহার জন্য যথাযথ হেফাজত নির্ধারণের লক্ষ্যে পুলিশ তফসিল-ক এর ফরম-২ অনুসরণক্রমে সমাজ সেবা কর্মকর্তা বা প্রবেশন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটি এবং কোন বেসকরারি সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) কোন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে উপ-বিধি (১) এর অধীন একাঙ্গীভূতকরণ সম্ভব না হইলে বা তিনি পরিবারে ফিরিয়া যাইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে তাহার অভিমত বিবেচনাক্রমে তাহাকে, যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক, সংশ্লিষ্ট সমাজ সেবা কর্মকর্তা বা প্রবেশন কর্মকর্তার সহায়তায় কোন সরকারি বা বেসরকারি আশ্রয় কেন্দ্র বা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির হেফাজতে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) কোন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী কোন সরকারি বা বেসরকারি আশ্রয় কেন্দ্র বা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির হেফাজতে প্রেরণ করা সম্ভব না হইলে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা উক্ত মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের হেফাজতের জন্য ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে আইনের ধারা ২২ এর অধীন ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল বা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করিবার সময়সহ সকল সময় মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে অভিযুক্তদের নিকট হইতে পৃথক রাখিতে হইবে, এবং তাহার সহিত সর্বদা মানবিক ও সহমর্মিতামূলক আচরণ করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী কোন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে হেফাজত গ্রহণকারী আশ্রয় কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তি মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য ও তাহার ব্যক্তিগত তথ্যাদি তফসিল-ক এর ফরম-১ এ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে উহার কপি সংশ্লিষ্ট থানা ও জাতীয় সংস্থার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৬) কোন সরকারি ও বেসরকারি আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র লিখিতভাবে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন ব্যতীত কোন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে হেফাজতে গ্রহণ করিবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।

১২। **বিদেশে উদ্ধারকৃত বাংলাদেশী মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের ক্ষেত্রে করণীয়**।—(১) আইনের ধারা ৪১, ধারা ৩৩ এর সহিত পঠিতব্য, এর অধীন বিদেশ হইতে উদ্ধারকৃত মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিম বাংলাদেশী নাগরিক হইলে তাহার প্রত্যাবাসন, প্রত্যাবর্তন এবং পরিবারে একাঙ্গীভূতকরণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তফসিল-খ তে বর্ণিত প্রমিত পরিচালন পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের সহিত অন্য কোন দেশের সম্পাদিত চুক্তি বা কোন স্বীকৃত প্রমিত পরিচালন পদ্ধতি বিদ্যমান থাকিলে সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ চুক্তি বা পরিচালন পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন বিদেশ হইতে উদ্ধারকৃত বাংলাদেশী মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের প্রত্যাবাসন, প্রত্যাবর্তন এবং পরিবারে একাঙ্গীভূতকরণ ও পুনর্বাসনের পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে বিধি ১১ এর বিধানসমূহ, যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করিতে হইবে।

১৩। **বাংলাদেশে উদ্ধারকৃত বিদেশী মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের ক্ষেত্রে করণীয়**।—বাংলাদেশে উদ্ধারকৃত কোন বিদেশী মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে তাহার নিজ দেশে প্রত্যাবাসন, প্রত্যাবর্তন এবং তাহার পরিবার ও সমাজে একাঙ্গীভূতকরণের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধরা (৪) এর বিধান এবং তফসিল-খ তে বর্ণিত প্রমিত পরিচালন পদ্ধতি, বাংলাদেশের সহিত অন্য কোন দেশের সম্পাদিত চুক্তি বা কোন স্বীকৃত প্রমিত পরিচালন পদ্ধতি, যদি থাকে, এর সহিত সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে, অনুসরণীয় হইবে।

১৪। **ভিকটিমকে তথ্য সরবরাহ এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা**।–(১) মামলা দায়েরের পর হইতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবার সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষ মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিম বা তাহার প্রতিনিধিকে পাচারকারীর বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাসহ মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতি মাসে একবার করিয়া তফসিল-ক এর ফরম -৩ এর মাধ্যমে অবহিত করিবে।

(২) মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল হইবার পর হইতে মামলার রায় বা ক্ষেত্র বিশেষে আপীলের রায় না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিশেষ প্রসিকিউটর মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিম বা তাহার প্রতিনিধিকে সংশ্লিষ্ট মামলার অগ্রগতি এবং পরবর্তী ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতি মাসে একবার করিয়া তফসিল-ক এর ফরম-৩ এর মাধ্যমে অবহিত করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিম বা তাহার প্রতিনিধিকে তথ্য জানাইবার ক্ষেত্রে পুলিশ এবং ক্ষেত্রমত, বিশেষ প্রসিকিউটর, যে কোন বেসরকারি সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) মামলা রুজু হইবার পর হইতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষ তফসিল-ক এর ফরম-৪ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে মামলার বাদী ও সাক্ষীসহ মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিম বা তাহার পরিবারের সদস্য বা প্রতিনিধির নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবে এবং মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের নাম, ছবি বা পরিচিতি গোপন রাখিবে।

(৫) ট্রাইব্যুনালের অনুমতি ব্যতীত মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের কোন তথ্য অন্য কাহারো নিকট হস্তান্তর বা প্রদান বা প্রকাশ করা যাইবে না।

১৫। **উদ্ধারকারী কর্মকর্তা ও বেসরকারি সংস্থার দায়িত্ব**।—কোন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে উদ্ধারের পর উদ্ধারকারী কর্মকর্তা বা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বা উদ্ধারের সহিত সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা—

(ক) উক্ত মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে নিরাপত্তা, চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা পাওয়ার অধিকার, ক্ষতিপূরণের অধিকার, আইনগত সহায়তার সুযোগ, সরকারি ও বেসরকারি আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে থাকিবার সুযোগসহ আইনানুযায়ী প্রাপ্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে প্রথম সাক্ষাতের সময় তফসিল-ক এর ফরম-৫ এর মাধ্যমে অবগত করিবেন;

(খ) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনালের নিকট আইনের ধারা ২২ এর অধীন নিরাপত্তা আদেশের আবেদন পেশ করিবেন;

(গ) নিরাপত্তার প্রয়োজন রহিয়াছে এমন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের জন্য তফসিল-ক এর ফরম-৬ বা কেইস্ ম্যানেজমেন্ট ইন্‌টেক ফরম জাতীয় সংস্থার নিকট দাখিল করিবেন;

(ঘ) প্রয়োজন হইলে, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করিবেন; এবং

(ঙ) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের ট্রমা কিংবা মানসিক বিপর্যয় নিরসনের লক্ষ্যে মনো-সামাজিক পরামর্শ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণ, দায়-দায়িত্ব এবং প্রদত্ত সেবার মান

১৬। **বেসরকারি সংস্থা ও আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা**।—(১) কোন বেসরকারি সংস্থা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমদের উদ্ধার, সহায়তা প্রদান, প্রত্যাবাসন ও একাঙ্গীভূতকরণ সংক্রান্ত কর্মসূচি পরিচালনা করিতে আগ্রহী হইলে উহাকে জাতীয় সংস্থার নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) লাইসেন্স গ্রহণের জন্য বেসরকারি সংস্থাকে জাতীয় সংস্থা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ফি প্রদানপূর্বক তফসিল-ক এর ফরম-৭ এ আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদনপত্রের সহিত আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত দলিলসমূহ সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা :—

(ক) বাৎসরিক কার্যবিবরণী;

(খ) বাৎসরিক হিসাব-নিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণী;

(গ) অন্য কোন আইনের অধীন গৃহীত নিবন্ধন, অনুমোদন বা ক্ষেত্রমত, লাইসেন্সের কপি, যদি থাকে;

(ঘ) আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রের নিবাসী কর্তৃক আবেদনকারী বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নেই মর্মে উক্ত আবেদনকারী সংস্থার ঘোষণা;

(ঙ) জাতীয় সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ড রক্ষা এবং অনুসরণের নিশ্চয়তা প্রদান; এবং

(চ) জাতীয় সংস্থা কর্তৃক চাহিত প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কাগজাদি।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন দাখিলকৃত কাগজাদি সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইলে জাতীয় সংস্থা তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত আবেদনকারী বেসরকারি সংস্থাকে লাইসেন্স প্রদান করিবে।

১৭। **লাইসেন্স মঞ্জুর, লাইসেন্সের মেয়াদ, নবায়ন, বাতিল, ইত্যাদি**।—(১) জাতীয় সংস্থা বিধি ১৬ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, লাইসেন্সের আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) বিধি ১৬ এর অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে ২ (দুই) বৎসর এবং উহা প্রতি ২ (দুই) বৎসর অন্তর জাতীয় সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ও ফি প্রদান সাপেক্ষে নবায়নযোগ্য হইবে।

(৩) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে কোন বেসরকারি সংস্থা উহা নবায়নের আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে জাতীয় সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত বিলম্ব ফি প্রদানপূর্বক উহা নবায়নের আবেদন করিতে পারিবে।

(৪) জাতীয় সংস্থা তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে লাইসেন্সে নবায়নের আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৫) কোন বেসরকারি সংস্থা জাতীয় সংস্থার কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কোন লাইসেন্স হারাইয়া গেলে, পুড়িয়া গেলে বা বিনষ্ট হইয়া গেলে, জাতীয় সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফি প্রদানপূর্বক ডুপ্লিকেট লাইসেন্স গ্রহণ করা যাইবে।

১৮। **বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদেয় সেবা, দায়-দায়িত্ব, ইত্যাদি**।—(১) সেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে নিম্নরূপ সহায়তা প্রদান করিবে, যথা :—

(ক) বিনা-খরচে আইনগত সহায়তা, শারীরিক বা মানসিক চিকিৎসা সেবা এবং মনো-সামাজিক পরামর্শ;

(খ) বিনা-খরচে বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন দাখিলসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সহায়তা প্রদান;

(গ) আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে অবস্থানকালীন এবং আশ্রয় কেন্দ্র হইতে মামলা বা চিকিৎসার প্রয়োজনে অন্য কোথাও যাতায়াতের সময় মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিম বা সাক্ষীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং তাহাকে সাহচর্য প্রদান;

(ঘ) কোন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিম বা সংশ্লিষ্ট মামলার সাক্ষী কোন প্রকার হুমকি বা ঝুঁকির সম্মুখীন হইলে পুলিশ বা ট্রাইব্যুনালের নিকট নিরাপত্তা ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্য আবেদন; এবং

(ঙ) আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে অবস্থানরত মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমদের পরিবার ও সমাজে একাঙ্গীভূতকরণ, জীবিকামুখী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কোন ব্যবসায় কিংবা চাকরির ব্যবস্থাকরণ।

(২) নারী ও শিশু মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমদের সেবা প্রদানের সময় তাহাদের কল্যাণ নিণ্ডিত, বিশেষত শিশুদের জন্য চিত্ত-বিনোদন, বিশ্রাম, ভ্রমণ ও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) বেসরকারি সংস্থা বা আশ্রয় কেন্দ্রের যে সকল কর্মকর্তা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমদের সেবাপ্রদানে নিয়োজিত থাকিবেন তাহাদের উক্ত কার্য নির্বাহ করিবার যথাযথ প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে এবং মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমদের সহিত সর্বদা মানবিক, সৌজন্যমূলক ও সহমর্মিতামূলক আচরণ করিতে হইবে।

(৪) আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে অবস্থানরত মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে পরিবারে ফেরত প্রেরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কোন ব্যবসায় বা চাকরিতে সংস্থান করিবার ক্ষেত্রে উক্ত মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের লিখিত সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) কোন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ধরিয়া আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে রাখা যাইবে না, এবং আদালতের আদেশের ভিত্তিতে হেফাজত প্রদান করা হইয়াছে এমন ভিকটিম সম্পর্কে প্রতি মাসে ট্রাইব্যুনাল বা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) বেসরকারি সংস্থা বা আশ্রয় কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ তাহাদের অধীন সেবা গ্রহণকারী প্রত্যেক মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি বা পরিচিতি কিংবা তাহার প্রতি ঘটিয়া যাওয়া অপরাধ বা নৃসংশতার খবর গোপন রাখিবে এবং এইরূপ মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলার সর্বশেষ অবস্থা এবং তাহার স্বার্থে গৃহীতব্য ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিমাসে একবার অবহিত করিবে।

১৯। **বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও পরিচালিত কর্মসূচির নীতি**।—মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের জন্য কোন কর্মসূচি গ্রহণ বা পরিচালনা এবং আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রের সকল নিবাসীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পালনীয় নীতি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন;

(খ) বৈষম্যহীনতা;

(গ) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের সর্বোচ্চ সুরক্ষা এবং শিশুদের ক্ষেত্রে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ;

ঘ) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;

ঙ) পুনর্বাসনসহ যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের অংশগ্রহণ এবং সম্মতির প্রতিফলন।

২০। **বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্রের সেবা ও অবস্থার মানদণ্ড।**— (১) বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রের আবাসন ব্যবস্থায় নিম্নরূপ সুবিধা থাকিতে হইবে, যথা :

(ক) যুক্তিসঙ্গতভাবে আরামদায়ক কক্ষ;

(খ) শালীন ও ভীড়মুক্ত পরিবেশ;

(গ) প্রতিটি শয্যাকক্ষে পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক পাখা;

(ঘ) পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু গমনাগমনের ব্যবস্থা; এবং

(ঙ) পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার।

(২) বেসরকারি সংস্থা প্রতিটি আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে অবস্থানরত নিবাসীদের প্রতিমাসে অন্যূন একবার রেজিস্টার্ড চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইবে।

(৩) বেসারকারি সংস্থা, জরুরী এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, জাতীয় সংস্থার অনুমোদনক্রমে নিজস্ব নীতিমালা বা পদ্ধতি গ্রহণ করিবে।

(৪) বেসরকারি সংস্থা তদ্‌কর্তৃক পরিচালিত প্রত্যেকটি আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে অবস্থানরত নিবাসীদের জন্য যথাযথ চিত্ত-বিনোদন এবং মনো-সামাজিক ও আইনগত পরামর্শের ব্যবস্থা করিবে।

(৫) প্রতিটি আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে নিবাসীদের জন্য মানসম্মত ও সুষম আমিষযুক্ত খাবার এবং যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও প্রসাধনী সরবরাহ করিতে হইবে।

(৬) আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমের প্রাপ্য সেবা ও প্রদত্ত সুবিধাদির ক্ষেত্রে জাতীয় সংস্থা বেসরকারি সংস্থাসমূহকে, সময় সময়, প্রয়োজনে শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) তদধীন প্রণীত বিধিমালা এবং প্রযোজ্য অন্যান্য আইনের আলোকে পরিচর্যার ন্যূনতম আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২১। **বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রতিবেদন।**—মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমদের উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও সমাজে একাঙ্গীভূতকরণ সংক্রান্ত কর্মসূচি এবং এতদুদ্দেশ্যে আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনাকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহ তাহাদের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ, বিশেষতঃ মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিম ও সাক্ষীদের অনুকূলে প্রদত্ত সেবার বিস্তারিত বিবরণ এবং উক্ত কেন্দ্রসমূহের মান ও অবস্থার বর্ণনা সংবলিত পূর্ববর্তী বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় সংস্থার নিকট দাখিল করিবে।

তফসিল-ক

ফরম-১

ব্যক্তিগত তথ্য ফরম

(PERSONAL DATA FORM)

[বিধি ৮ (১) দ্রষ্টব্য]

নির্দেশনা (**Instructions**)

ভিকটিমকে উদ্ধারের পর বা কোন উপযুক্ত হেফাজত বা তত্ত্বাবধানে রাখিবার পর এই ব্যক্তিগত তথ্য ফরম পূরণ করিতে হইবে এবং ইহার কপি জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা এবং বিদেশি ভিকটিমের ক্ষেত্রে তাহার নিজ দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে (After the victim is rescued or admitted to care or safe custody, this Form has to be filled out and sent to the National Anti-Human-Trafficking Authority and, in case of a foreign national, to the appropriate authority of the victim's home country.) ।

ছবি
(photograph)

১। পারিবারিক নাম (Family name):----------

নামের প্রথম অংশ (Given name):----------

অন্য কোনো নাম/ডাক নাম (Other names):----------

২। পিতার নাম (Father's name):----------

৩। মাতার নাম (Mother's name):----------

৪। অভিভাবকের নাম (Guardian's name):----------

৫। মাতৃভাষা (Mother language):----------

৬। বয়স (Age):----------

৭। জন্ম তারিখ (Date of birth):----------

৮। ভিকটিম শিশু কি না (Is the victim a child?): হ্যাঁ বা না (Y or N)

৯। লিঙ্গ (Gender):- পুরষ বা নারী (M or F)

১০। জাতীয়তা (Nationality):----------

১১। স্থায়ী ঠিকানা (Permanent address):----------

১২। ভিকটিম নারী হইলে গর্ভবতী কি না (Is the victim pregnant?): হ্যাঁ বা না (Y or N)

১৩। ভিকটিমের সহিত সন্তান রহিয়াছে কি না(Accompanied by a child?): হ্যাঁ বা না (Y or N)

১৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা (Educational qualification):----------

১৫। ধর্ম (Religion):----------

১৬। উচ্চতা (Height):----------

১৭। সনাক্তকারী চিহ্ন (Distinguishing mark):----------

১৮। যেই দেশ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে সেই দেশে প্রবেশের তারিখ (Date of entry into the country of rescue):----------

১৯। যেই দেশ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে সেই দেশে ভিকটিমের বর্তমান বা সর্বশেষ ঠিকানা (Victim's current or last address in the country of rescue):----------

২০। ফোন/মোবাইল ফোন নম্বর (Phone or Mobile Phone):----------

২১। যেই দেশ হইতে ভিকটিমকে উদ্ধার করা হইয়াছে সেই দেশে তাহার আত্মীয় বা বন্ধুর নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর (যদি থাকে) [Relatives or friends in the country of rescue, if any (names, address, phone)]

২২। যে কারণে ভিকটিম পাচারের শিকার হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা যায়:

- পরিবার হইতে পলায়ন (Runaway): [----------]
- পারিবারিক সমস্যা বা সহিংসতা (Family problems or violence): [----------]
- যৌতুক বা দাম্পত্য কলহ, বাল্য বিবাহ (Dowry/conjugal feud or child marriage): [--]
- বাড়ি হইতে পরিবার কর্তৃক তাড়াইয়া দেওয়া (Eviction from home):[--------]
- বাধ্যতামলূক শ্রম (Forced labour): [------] শ্রমের ধরন (Form of labour); [---------]
- অভিবাসনের নামে প্রতারণা বা শোষণ (Migration fraud or exploitation) (ধরনের বর্ণনা দিন);
- অন্যান্য (বর্ণনা দিন) (Others (describe): [.....]

২৩। ভিকটিমের সমস্যা (Victim's problem) (এক বা একাধিক বিষয়ে টিক চিহ্ন দিন) (tick one or more)

- অভ্যন্তরীণ বা আন্ত:সীমান্তীয় পাচারের শিকার (Victim of domestic or cross-border trafficking) [----------]
- (পাচারের গন্তব্যস্থল, পাচার এবং পাচারকারীর বর্ণনা দিন (Describe victim's trafficking destination, means of trafficking and the trafficker):----------
  ----
- ভিকটিম ধর্ষণেরও শিকার কি না (Whether the victim is also raped or not?): [------]
- পতিতালয় হইতে উদ্ধারকৃত কি না (Whether the victim is rescued from a brothel?): [ ]

আদালত সংক্রান্ত/আইনগত তথ্য

(Juridical or legal information)

২৪। ভিকটিমকে উদ্ধারের স্থান (Place of rescue): উদ্ধারের তারিখ (Date of rescue): আদালতে প্রেরণের তারিখ (Date of referral to the court or tribunal):----------

২৫। উদ্ধারকারী সংস্থা বা এজেন্সী (Rescuing organization or agency):----------

২৬। সংশ্লিষ্ট থানা (Concerned police station):----------

২৭। মামলার বিবরণী (সাধারণ ডায়েরী বা এজাহারের নম্বর ও তারিখ) (Particulars of the case; General Diary (GD) or FIR number & dates):----------

২৮। প্রথম যে-আদালতে মামলা উত্থাপন করা হইয়াছে (তারিখসহ) (The first court of the case & date):

২৯। মামলা চলমান থাকিলে তাহার বিবরণ (If the case is in progress, its details):------

তথ্য লিপিবদ্ধকারীর স্বাক্ষর (নাম ও ঠিকানাসহ)

(Signature of the Recorder, with name and contact details)

ফরম-২

পরিবারের উৎস সন্ধান ফরম

(INFORMATION FOR FAMILY TRACING)

[বিধি ১১(২) দ্রষ্টব্য]

নির্দেশনা (Instructions)

পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই ফর্ম বাংলাদেশের জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা এবং বিদেশি ভিকটিমের নিজ দেশে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে (After collecting family information, this form has to be sent to the National Anti-Human-Trafficking Authority and, in case of a foreign victim, to the appropraite authority of the victim's country.)

দ্রষ্টব্যঃ ভিকটিম আরও তথ্য প্রদান করিলে এই ফর্ম হালনাগাদ করিতে হইবে। হালনাগাদকৃত ফর্ম পুনরায় প্রেরণ করিতে হইবে (This form is revisable if victim provides further information. In that case, this form has to be resent)।

১। এই তথ্য সংগ্রহের তারিখ (Date of collecting the information):----------

২। ভিকটিমের পারিবারিক নাম (Victim's family name):----------

ভিকটিমের নামের প্রথম অংশ (Victim's given name):----------

অন্য কোনো নাম বা ডাক নাম (Other names):----------

৩। জন্ম তারিখ (Date of birth):----------, বয়স (Age):----------

৪। লিঙ্গ (Gender):----------

৫। বৈবাহিক অবস্থা (Marital status):----------
বিবাহিত বা তালাক প্রাপ্ত হইলে স্বামী বা স্ত্রী অথবা পূর্বের স্বামী বা স্ত্রীর নাম (If married or divorced, spouse's or ex-spouse's name):----------

৬। ভিকটিম কর্তৃক প্রদত্ত নিজ দেশের বর্তমান বা সর্বশেষ ঠিকানা (গুরুত্বপূর্ণ স্থান, ফোন নম্বর, ব্যক্তি) (Current or last address in the victim's home country) (details of any important place or individual, phone number, etc.):----------
---

৭। ফোন বা মোবাইল ফোন নম্বর (Phone or Mobile Phone):----------

৮। দেশে পরিবারের নিকটস্থ সদস্য বা তত্ত্বাবধায়কের সহিত সর্বশেষ যোগাযোগের তারিখ (Date of last contact with primary family member or caretaker in the country):----------

৯। ভিকটিম নিজ দেশে পরিবার বা যাহাদের সহিত বসবাস করিত তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কারণের বিবরণ (Reasons for separation from the family or other persons with whom the victim used to live in his or her home country):----------
---

১০। নিজ দেশের পরিবারের সদস্য বা নিকটস্থ অন্য কোনো ব্যক্তির তথ্য (যদি জানা থাকে) (Family member or other Primary Contact in home country (if known)

(ক) পরিবারের সদস্যের নাম (Family member's name):----------

নামের প্রথম অংশ (Given name):----------

(খ) সম্পর্ক (Relationship):----------

(গ) পেশা (Occupation):----------

(ঘ) দেশ (Country):----------, (ঙ) রাজ্য বা জেলা (State or district) ----------

(চ) পৌরসভা (যদি থাকে) (Municipality (if any)):----------

(ছ) থানা (Police Station):----------

(জ) ইউনিয়ন বা এলাকা (Union or locality):----------, (ঝ) ডাকঘর (Post Office):----------

(ঞ) কর্মস্থল বা অফিসের নাম ও ঠিকানা (Name and address of work place or office, if any):

(ট) ফোন বা মোবাইল ফোন নম্বর (Phone or Mobile numbers, if any):----------

১১। ভিকটিম কি তাহার পিতা-মাতা বা পরিবারের সহিত যুক্ত হইতে চায়? (Does the victim wish to return to his or her parents or family?) হ্যাঁ (Yes) ☐, না (No) ☐

১২। ভিকটিম তাহার পিতা-মাতা বা পরিবারের সহিত যুক্ত হইতে না চাইলে তাহার কারণ (If the victim does not wish to return to his or her parents or family, explain why):----------

---

১৩। ভিকটিম তাহার পিতা-মাতার নিকট যাইতে না চাহিলে সে কাহার নিকট থাকিতে আগ্রহী উহার তথ্য (Whom does the victim wish to stay with, if not with his or her parents)

(ক) নাম (Name):----------

নামের প্রথম অংশ (Given name):----------

(খ) সম্পর্ক (Relationship):----------

(গ) পেশা (Occupation):----------

(ঘ) দেশ (Country):----------, (ঙ) রাজ্য বা জেলা (State or district)----------

(চ) পৌরসভা (যদি থাকে) {Municipality (if any)}:----------

(ছ) থানা (Police Station):----------

(জ) ইউনিয়ন বা এলাকা (Union or area):----------

(ঝ) ডাকঘর (Post Office):----------

(ঞ) কর্মস্থল বা অফিসের নাম ও ঠিকানা (Name and address of contact's work place or office, if any):----------

(ট) ফোন বা মোবাইল নম্বর (Phone or Mobile numbers, if any):----------

১৪। নিজ দেশে অন্য যাহাদের সহিত যোগাযোগ করা যাইতে পারে (যদি জানা থাকে) [Other contacts in home country (if known)]

(ক) যোগাযোগ করিবার ব্যক্তির নাম (Name of the person to contact):----------

নামের প্রথম অংশ (Given name):----------

(খ) সম্পর্ক (Relationship):----------

(গ) পেশা (Occupation):----------

(ঘ) দেশ (Country):----------, (ঙ) রাজ্য বা জেলা (State or district)----------

(চ) পৌরসভা (যদি থাকে) {Municipality (if any)}:----------

(ছ) থানা (Police Station):----------

(জ) ইউনিয়ন বা এলাকা (Union or locality):----------

(ঝ) ডাকঘর (Post Office):----------

(ঞ) কর্মস্থল বা অফিসের নাম ও ঠিকানা (Name and address of work place or office, if any)

(ট) ফোন নম্বর (Contact's phone number, if any):----------

১৫। ভিকটিমের পরিবার বা ভিকটিম যাহাদের সহিত বসবাস করিত তাহাদের অবস্থান জানিবার লক্ষ্যে অধিকতর তথ্য (Additional information to identify the location of the family or other persons with whom the victim used to live)। আরও যেসব তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পরে (Include, if available):

- উল্লেখযোগ্য ভবন বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান (মসজিদ, মন্দির, সরকারি ভবন, মার্কেট ইত্যাদি), [Notable buildings or institutions in the community (masjid, temple, government buildings, markets, etc.)]
- ভিকটিম যে স্কুলে লেখাপড়া করিয়াছে তাহার পূর্ব তথ্য (স্কুলের নাম, শিক্ষকদের নাম, পোশাক ইত্যাদি), [Details of school the victim attended- name, names of teachers, uniforms, etc.]
- যাতায়াতের পথ এবং সীমান্ত পারাপার সম্পর্কে যা কিছু স্মরণে আসে (Transportation routes, border crossings, etc. so far remembered)
- স্থানীয় নেতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম (Names of community leaders, community personalities, etc.)
- স্থানীয় এলাকার বা মহল্লার (সমাজের) বিশেষ চিহ্ন, নিদর্শন এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (পতাকা, শ্লোগান, স্থানীয় পোশাক, এলাকার ইতিহাস, স্থানীয় অধিবাসীদের নাম, ইত্যাদি) [Signs, symbols, cultural features distinctive of the community (flags, slogans, local dress, local history, name of local ethnic groups, etc.)]
- উল্লেখযোগ্য ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য বা এলাকার নিকটস্থ কোনো স্থাপনা (পাহাড়, লেক, বাঁধ, বড় রাস্তা, ইত্যাদি) [Notable geographical features or constructions near the community (mountains, lakes, dam-sites, large highways, etc.)]

- ভাষাগত তথ্য (ভাষার আঞ্চলিকতা, শব্দ, স্থানীয় পরিভাষা ইত্যাদি) (Linguistic information: accent,vocabulary, local dialect, informal vocabolaries, etc.)

১৬। পারিবারিক অবস্থানের ভৌগলিক তথ্য (Geographical information as to the family location) ভিকটিম কোনো চিত্র বা কোনো দর্শনীয় স্থানের তথ্য দিয়া থাকিলে, যাহা তাহার পরিবারের অবস্থান নির্ণয় করিতে সাহায্য করিবে, তাহা নিচের বক্সে লিখিতে হইবে (If the victim provides drawings or other visual information that may assist in locating her or his family, put that information in the box below)

দ্রষ্টব্য: পরিবারের উৎস সন্ধান ফরম সম্পূর্ণভাবে পাঠাইতে হইবে (send all pages of this Family Tracing Form)।

ফরম-৩

পাচারকারীর বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার হালনাগাদ বিবরণী

[বিধি ১৪(১) ও ১৪ (২) দ্রষ্টব্য]

তারিখ:

প্রতি (সংশ্লিষ্ট ভিকটিম)

... ...

... ...

... ...

সংশ্লিষ্ট মামলার নং- ... ...

জনাব,

আপনার বিরুদ্ধে মানব পাচারের মত ঘৃণ্যতম অপরাধ সংঘটনকারী অপরাধী এবং উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিগত ... ... দিনে বা ... মাসে গৃহীত ব্যবস্থা ও মামলার অগ্রগতি আপনার সদয় অবগতির জন্য নিম্নে উল্লেখ করা হইল, যথা:-

ক্রমিক নং	পাচারকারী কিংবা পাচারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম	গৃহীত ব্যবস্থা	মামলার সর্বশেষ অবস্থা	মামলার পরবর্তী তারিখ ও গৃহীতব্য ব্যবস্থা

আমার জানামতে উল্লিখিত তথ্যসমূহ সত্য ও সঠিক।

আপনার আরও কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

নাম ও স্বাক্ষর
(পদবী ও সীল)

ফরম নং- ৪

নিরাপত্তা প্রাপ্তির আবেদন

[বিধি ১৪ (৪) দ্রষ্টব্য]

১। আবেদনকারীর নাম:

আবেদনকারী: শিশু, নারী, পুরুষ বা অন্যান্য (টিক দিন)

পিতার নাম:

মাতার নাম:

বর্তমান ঠিকানা:

স্থায়ী ঠিকানা:

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে):

বয়স:

পেশা:

২। মামলার নম্বর:

৩। ট্রাইব্যুনালের বিবরণ ও জেলা:

৪। কী ধরনের সুরক্ষা এবং কাহার বিরুদ্ধে উহা চাওয়া হইতেছে:

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা;

৬। আবেদনের তারিখ:

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আবেদনকারীর পক্ষে স্বাক্ষর

ফরম-৫

ভিকটিমের প্রাপ্য সহায়তা/সহযোগিতা সম্পর্কিত নোটিশ

[বিবিধ ১৫ (ক) দ্রষ্টব্য]

প্রতি (মানব পাচারের ভিকটিম)

.....

সংশ্লিষ্ট মামলার নং-.....

মানব পাচারের ভিকটিম হিসাবে আপনি নিম্নলিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আইনের অধীন ক্ষতিপূরণ, আইনি সহায়তা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হইবেন বা গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা:-

ক্রমিক নং	যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি হইতে প্রাপ্য	ক্ষতিপূরণের অধিকার	আইনি সহায়তা	অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা

আমার জানামতে উল্লিখিত তথ্যসমূহ সত্য ও সঠিক।

তারিখ:

নাম ও স্বাক্ষর

(পদবী ও সীল)

ফরম-৬

কেস ম্যানেজম্যান্ট ইনটেক ফর্ম

(Case Management Intake Form)

[বিধি ১৫ (গ) দ্রষ্টব্য]

উদ্ধারকারী কর্মকর্তা, তদন্তকারী কর্মকর্তা ও বেসরকারি সংস্থা নিরাপত্তার প্রয়োজন রহিয়াছে এমন ভিকটিমের জন্য এই ফরম পূরণ করিবেন।

[To be completed by the Rescue Officer, Investigation Officer and Private Agency for a victim if protection needed]

রেজিস্ট্রেশন বা কোড নম্বর (Index or Code No.) শুধু অফিস কর্তৃক ব্যবহারের জন্য (for office use only)

ভিকটিমের নাম (Victim's name)				
লিঙ্গ ((Sex)	পুরুষ (Male)	☐	নারী (Female)	☐
ভিকটিম শিশু কি না? (Is the victim a child?)	হ্যাঁ (Yes)	☐	না (No)	☐
ভিকটিম শিশু হইলে জন্ম নিবন্ধন হইয়াছে কি না? (If the victim is a child, is his or her birth registered?)	হ্যাঁ (Yes)	☐	না (No)	☐
জন্ম তারিখ (যদি জানা থাকে) (Date of birth, if know):	দিন-মাস-সন (dd-mm-yyyy)			
ভিকটিমের প্রকৃত বা (জন্ম তারিখ জানা না থাকিলে) আনুমানিক বয়স [Victim's actual or approximate age (when date of birth is not known)]				
সংবাদদাতা বা তথ্য প্রদানকারীর নাম ও ঠিকানা (Name and address of the informant)				
সংবাদদাতা বা তথ্য প্রদানকারীর সহিত ভিকটিমের সম্পর্ক (Relationship of the informant with the victim)				
ভিকটিমের মাতার নাম ও পেশা (Victim's mother's name and occupation)				
ভিকটিমের মাতা কি জীবিত (Is the victim's mother alive)?	হ্যাঁ (Yes)	☐	না (No)	☐

ভিকটিমের পিতার নাম ও পেশা (Victim's father's name and occupation)				
ভিকটিমের পিতা কি জীবিত (Is the victim's father alive)?	হ্যাঁ (Yes)	☐	না (No)	☐
ইউনিয়নের নাম (Union)				

গ্রাম বা ওয়ার্ডের নাম(Village or ward)	
অন্য কোন চিহ্নিত স্থান, ফোন বা মোবাইল ফোন নম্বর বা ব্যক্তির নাম (Any other significant place, phone number or name of persons)	

ভিকটিমের অধিকতর বর্ণনা (টিক দিন): প্রতিবন্ধী (Disabled victim); ভিকটিমের মাতা বা পিতা প্রতিবন্ধী [Victim's disabled parent(s)]; কর্মজীবী (Woking person), কর্মজীবী শিশু (Woking child); অন্যান্য (লিখুন) (Others)...
তথ্য প্রদানের কারণ, ভিকটিমের বর্তমান অবস্থান এবং পরিস্থিতি এবং কিভাবে তাহাকে এই অবস্থানে আনা হইয়াছে উহার বর্ণনা (Describe the reasons for giving information. Give details of the situation and location of the victim and how he or she was brought into the present situation.

পাচারের পূর্বে অবস্থান (সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটিতে টিক দিন) (Victim's status before trafficking: Tick one)	পিতা-মাতা উভয়ের সহিত থাকিত (Was living with both parents)	☐	শুধু পিতা/মাতার সহিত থাকিত (Was living with mother/ father only)	☐
	ভাই-বোন বা পরিবারের অন্য সদস্য বা আত্মীয়ের সহিত থাকিত (Was living with someone other than any relatives)	☐	আত্মীয় নয় এমন কাহারো সহিত থাকিত (Was living with an adult sibling or other member(s) of the family)	☐
	এতিমখানায় কিংবা অন্য কোথাও বাস করিত (Was living in an orphanage or elsewhere)	☐	বর্ণনা দিন (Please descrive)	☐

বর্তমান পারিবারিক অবস্থা (সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত একটিতে টিক দিন) (Current family status) (Tick one)	পিতা-মাতা জীবিত (Parents alive)	☐	এতিম (মাতা বা পিতা অথবা পিতা-মাতা উভয়েই মৃত) Orphane (mother or father or both parents dead)	☐
	পিতা-মাতা বা পরিবার হইতে আলাদা (Separated from parent (s) or family)	☐	অন্যান্য (বর্ণনা দিন) (Others)	☐
	এতিমখানায় বসবাস করে (living in an orphanage)	☐	অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বসবাস করে (living in an institution)	☐
ভিকটিমের (বর্তমান বা পাচার-পূর্ব) সমস্যা (সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণগুলোতে টিক দিন) (Victim's current or pre-traficking problem) (Tick as appropriate)	শারীরিক নির্যাতনের শিকার বা পারিবারিক সহিংসতার শিকার (Victim to physically abuse or victim of domestic violence)	☐	যৌন নির্যাতনের শিকার (Victim to sexual abuse)	☐
	বাল্য বিবাহ বা যৌতুকের শিকার (Early marriage or victim to dowery)	☐	গুরুতর অবহেলার শিকার (Victim to serious negligence)	☐
	অভিবাসন সংক্রান্ত প্রতারণার শিকার (subjected to migration fraud)	☐	অন্যান্য সমস্যা (নির্দিষ্ট করিয়া লিখুন) [Other problem; Specify]	☐

ভিকটিমের জন্য সমাজকর্মী, সংবাদদাতা বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরবর্তী কী ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন? (What action has been agreed upon by the social worker or the informant or law-enforcing agency?)	
তথ্য লিপিবদ্ধকারীর নাম ও ঠিকানা (Name of the person recording information and address)	

অফিস কর্তৃক ব্যবহারের জন্য (For office use only)

যাচাইয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সমাজকর্মীর বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যের নাম (Name of the social worker or member of law-enforcing agency empowered to verify the information)	
তথ্য যাচাইয়ের তারিখ (Date of verification of information)	

ফরম-৭

জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা

আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা কিংবা পরিচালনার জন্য লাইসেন্সের আবেদন

[বিধি ১৬ (২) দ্রষ্টব্য]

আবেদনের তারিখ:.....
আবেদনের নম্বর:.....

১। আবেদনকারী ব্যক্তি বা সংস্থার নাম:

২। আবেদনকারী ব্যক্তি হইলে তাহার পিতা ও মাতার নাম-

(ক) বর্তমান ঠিকানা:

(খ) স্থায়ী ঠিকানা:

৩। আবেদনকারী সংস্থার ঠিকানা (ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল এবং ওয়েবসাইটসহ):

৪। আবেদনকারী সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা (ফোন, ফ্যাক্স এবং ই-মেইলসহ):

৫। যে স্থানে আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হইবে:

৬। প্রস্তাবিত আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রের বিবরণ (নমুনা ছবি সংযুক্ত করিতে হইবে):

৭। প্রস্তাবিত আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে কতজন ব্যক্তির সংস্থান করা হইবে, এবং তাহাতে নারী ও শিশুর জন্য আলাদা ব্যবস্থা রহিয়াছে কি না (থাকিলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ):

৮। যে সকল সেবা প্রদান করা হইবে তাহাদের সংক্ষপ্তি বিবরণ:

৯। অন্য কোনো আইনের অধীন গৃহীত লাইসেন্সের বিবরণ (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে):

১০। আবেদনকারীর অভিজ্ঞতা ও স্বীকৃতির বিবরণ (পৃথক কাগজে সংযুক্ত করা যাইবে):

১১। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রহিয়াছে কি না বা কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল কি না:

১২। বিধি ১৭(২) এর বিধানানুযায়ী সংযুক্ত দলিল ও বিবরণীর তালিকা:

১),..... ২)..... ৩)..... ।

আমি/আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত তথ্যবলী আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য এবং আমি/আমরা লাইসেন্সের শর্তাবলী মানিয়া চলিব এবং আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রের আবাসীদের অধিকার, কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট থাকিব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ
(অফিসিয়াল সীলসহ)

তফসিল-খ

[বিধি ১২ (১) দ্রষ্টব্য]

ভিকটিমের উদ্ধার, পুনর্বাসন এবং প্রত্যাবর্তন বা প্রত্যাবাসনের প্রমিত পরিচালনা পদ্ধতি

ভিকটিমের উদ্ধার, পুনর্বাসন ও প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে একটি স্বীকৃত ও প্রমিত পরিচালনা পদ্ধতির আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম এবং প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

উদ্ধার, পুনর্বাসন এবং প্রত্যাবর্তন বা প্রত্যাবাসনের কর্মপ্রক্রিয়া

সনাক্তকরণ ⟹ উদ্ধার ⟹ আশ্রয় নিবাস ⟹ সাক্ষাৎকার এবং জাতীয়তা সনাক্তকরণ ⟹ জাতীয়তা যাচাইকরণ ⟹ প্রত্যাবাসন আদেশ ⟹ ভিকটিমের প্রত্যাবাসন ⟹ নিজ দেশে ভিকটিমকে গ্রহণ ⟹ সমাজে অঙ্গীভূতকরণ

১। **ভিকটিম সনাক্তকরণ।**—(ক) পাচার হওয়া ব্যক্তিদের বিভিন্ন উপায়ে সনাক্ত করা যাইতে পারে:

- পাচারকারীকে পাচারকৃত ব্যক্তিসহ আইন প্রয়োগকারী কোনো সংস্থা {পুলিশ, র‍্যাব, বর্ডার গার্ডস (বিজিবি), কোস্টগার্ড ও অন্যান্য সংস্থা} কিংবা কোনো বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) কর্তৃক আটক করা হইলে; অথবা
- বিশ্বস্ত সূত্র যেমন মিডিয়া, সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, জেল কর্তৃপক্ষ, সমাজকর্মী, শিশুকল্যাণ কমিটি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে; অথবা
- ভিকটিমের জবানবন্দি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে; অথবা
- এনজিও অথবা ইন্টারপোলের সহযোগিতায়; অথবা
- পাচারকৃত ব্যক্তির স্বজন, প্রতিবেশী এবং সহকর্মীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে।

(খ) ভিকটিমকে সনাক্ত করিবার পরপরই ভিকটিম-সনাক্তকারী কর্মকর্তা বা ব্যক্তি সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যাবলী জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থার নিকট পাঠাইবেন। পুলিশ ব্যতীত অন্য কেহ উক্ত তথ্য সংগ্রহ করিলে তাহা যত দ্রুত সম্ভব নিকটস্থ থানায় জানাইতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট মানবপাচার প্রতিরোধ কমিটি ও সংস্থার নিকট পাঠাইতে হইবে।

সময়সীমা: ভিকটিমের সনাক্তকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া; ভিকটিমকে সনাক্তকরণের পর যত দ্রুত সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: কেইস ম্যানেজমেন্ট ইন্‌টেক ফরম।

২। **ভিকটিমের উদ্ধার।**—কোন পাচারের ঘটনা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া কিংবা অবগত হওয়ার সাথে সাথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অথবা এনজিও কর্তৃক পাচারকৃত ব্যক্তিকে উদ্ধারের লক্ষ্যে যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যেহেতু পাচারকারীরা খুব দ্রুত স্থান বদল করিয়া থাকে। ইহাতে কয়েক ঘন্টা হইতে কয়েকদিন লাগিতে পারে। পুলিশ কিংবা ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা, অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনজিও এবং স্থানীয়দের প্রথমেই ভিকটিমকে উদ্ধারে সর্বাত্মক চেষ্টা করিতে হইবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিদিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থাকে সর্বদা এতদসংক্রান্ত অগ্রগতি অবহিত করিতে হইবে।

সময়সীমা: পাচারকৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত করিবার পর ১-৫ কার্যদিবসের মধ্যে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে বেশি সময়ের প্রয়োজন হইলে সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংস্থাকে উদ্ধার প্রক্রিয়ার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবগত রাখিতে হইবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ডস (বিজিবি), এবং জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: পুলিশ অফিসার কর্তৃক ব্যবহৃত সাধারণ হালনাগাদ রিপোর্ট ফরম।

৩। **রেকর্ডভুক্তকরণ।**—(ক) এই পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা আইন এবং বিধিমালা অনুযায়ী থানায় মামলা করিবেন। এই ধরনের তথ্য পুলিশ সদর দপ্তরের মানব পাচার মনিটরিং সেল এবং জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থার সহিত বিনিময় (share) করিতে হইবে।

(খ) সংস্থা এই বিষয়ে একটি ফাইল খুলিয়া প্রত্যেক ভিকটিমের জন্য আলাদা কোড নম্বর বরাদ্দ করিবে। কোড নম্বর বরাদ্দের ক্ষেত্রে থানা, এনজিও বা সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্র হইতে প্রাপ্ত তথ্য বিবেচনায় লইতে হইবে।

সময়সীমা: ২৪ ঘন্টা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: ব্যক্তিগত তথ্য ফরম।

৪। **ভিকটিমকে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রেরণ এবং তথ্য সংগ্রহ।**—(ক) রেকর্ডভুক্ত করিবার পরপর সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা ভিকটিমকে আইন অনুযায়ী একটি নিরাপদ আশ্রয়ে রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন। সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্যরা নিশ্চিত করিবেন যে:

- উদ্ধারকৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করা হইয়াছে এবং তাহাকে আইন এবং আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি অথবা কোনো বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হইয়াছে।

সময়সীমা: ২৪ ঘন্টা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ: পুলিশ, প্রবেশন কর্মকর্তা, এনজিও।

- সংস্থার নিকট প্রেরিত তথ্য হালনাগাদ এবং মামলা সংক্রান্ত তথ্যাবলী রেকর্ডভুক্ত করা হইয়াছে।

সময়সীমা: ২-৫ দিন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রবেশন কর্মকর্তা, জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা, সংশ্লিষ্ট সরকারি অথবা বেসরকারি আশ্রয় কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: কেইস ম্যানেজমেন্ট ইন্‌টেক ফরম, ব্যক্তিগত তথ্য ফরম, এজাহার (FIR), আদালতের আদেশ।

(খ) আশ্রয় কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ পুলিশের নিকট হইতে কিংবা আদালতের আদেশের ভিত্তিতে ভিকটিমকে গ্রহণ করিবে এবং তাহার জাতীয়তা এবং পরিচিতি সনাক্তকরণের লক্ষ্যে পরিবার সম্পর্কে তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করিবে।

সময়সীমা: আনুমানিক এক মাস (ইহার চাইতে বেশি সময় লাগিলে সংশ্লিষ্ট থানা এবং জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থাকে অবহিত করিতে হইবে)।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ: আশ্রয় কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: ব্যক্তিগত তথ্য ফরম, পরিবারের উৎস সন্ধান ফরম।

৫। জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অন্য দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সহিত তথ্য বিনিময়।—(ক) সংশ্লিষ্ট দেশের সহিত বিদ্যমান সহযোগিতামূলক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বা প্রটোকল কিংবা কোনো আঞ্চলিক চুক্তির আওতায় সংস্থা ভিকটিমদের দেওয়া বিভিন্ন তথ্য সংশ্লিষ্ট দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সহিত চিঠি, ফ্যাক্স ও ই-মেইলের মাধ্যমে বিনিময় করিবে এবং সংশ্লিষ্ট ভিকটিমের জাতীয়তা ও পরিবারের উৎস নির্ধারণ করিবার অনুরোধ করিবে।

(খ) ইহার পর সংস্থা সংশ্লিষ্ট বিদেশি ভিকটিমকে প্রত্যাবাসন করাইবার লক্ষ্যে 'চূড়ান্ত ছাড়পত্র' প্রদান করিবে এবং বাংলাদেশের দূতাবাস কিংবা হাই কমিশন, সংশ্লিষ্ট অন্য দেশের দূতাবাস বা সীমান্তরক্ষী বাহিনী, পুলিশ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট এনজিওকে বিষয়টি চিঠি, ফ্যাক্স বা ই-মেইলের মাধ্যমে অবহিত করিবে।

সময়সীমা: ২ সপ্তাহ (আনুমানিক)।

দায়িত্বপ্রাপ্ত: জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: ব্যক্তিগত তথ্য ফরম, পরিবারের উৎস সন্ধান ফরম, আদালতের আদেশের কপি এবং অগ্রবর্তী নোটসহ (forwarding note) পুলিশ প্রতিবেদন।

৬। **বিদেশি ভিকটিমকে প্রত্যাবাসনের অনুমতি।**—(ক) বিদেশি ভিকটিমের জাতীয়তা নির্ণয় এবং পরিবারের উৎস নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা সংশ্লিষ্ট অন্য দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ করিবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্য দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে অবগতি পত্র পাইলে তাহা জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থাকে অবহিত করিবে।

(খ) সংস্থা বিদেশি ভিকটিমকে তাহার নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ভিসা এবং সংশ্লিষ্ট অন্য দেশের হাই কমিশন বা দূতাবাসের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় ট্রাভেল ডকুমেন্ট এবং 'প্রত্যাবাসন আদেশ' সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

সময়সীমা: ১ সপ্তাহ।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ: জাতীয় মানবপাচার দমন সংস্থা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট ভিসার জন্য অনুরোধ ফরম বা অনুরোধের চিঠি, দূতাবাস কিংবা হাই কমিশনের নিকট ট্রাভেল ডকুমেন্ট পাইবার ফরম বা অনুরোধ।

৭। **বিদেশি ভিকটিমকে প্রত্যাবাসনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া** ।—(ক) জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা এবং মানব পাচার বিষয়ে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিদেশি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে জাতীয়তা নির্ধারণের 'নিশ্চিতকরণ পত্র' ও প্রত্যাবাসনের আহবান এবং বিদেশি ভিকটিমের জন্য ট্রাভেল ডক্যুমেন্ট কিংবা ভিসা পাইবার পর নিম্নলিখিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবে:

- বিচার প্রক্রিয়া অথবা পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন সঠিকভাবে সমাপ্ত হইয়াছে কি না তাহা যাচাই করা;
- জল, স্থল ও আকাশ পথের মধ্যে কোন্ পথ এবং কী ধরনের যানবাহন কিংবা রুট ব্যবহার করা হইবে তাহা নির্ধারণ করা;
- কোন্ সীমান্ত বা বন্দরের মাধ্যমে প্রত্যাবাসন করা হইবে তাহা নির্ধারণ করা;
- প্রত্যাবাসনের সময় নিরাপত্তা প্রদানকারী কর্মকর্তা কে হইবেন তাহা নির্ধারণ করা; এবং
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার (যেমন-বর্ডার গার্ডস (বিজিবি), ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ, বিমান বা স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, সমাজকল্যাণ বা প্রবেশন কর্মকর্তা, এনজিও এবং সংশ্লিষ্ট অন্য দেশের কর্তৃপক্ষ) সহিত সমন্বয় সাধনপূর্বক বিদেশি ভিকটিমকে হস্তান্তর কিংবা ফেরত পাঠানো এবং 'হস্তান্তর নোট' রাখা।

(খ) আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রত্যেক বিদেশি ভিকটিমের ব্যাপারে আলাদা আলাদা 'ছাড়পত্র' (release order) প্রদান করিবে।

(গ) জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্রের অনুলিপি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবেশন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ডস (বিজিবি), ইমিগ্রেশন, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, আশ্রয় কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ, এনজিও এবং সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনসকে প্রদান করিতে হইবে।

সময়সীমা: অনধিক ১ সপ্তাহ।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: ছাড়পত্র, আশ্রয়কেন্দ্রের অবমুক্তকরণ আদেশ, হস্তান্তর নোট এবং অনুসন্ধান ফরম।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ: জাতীয় মানবপাচার দমন সংস্থা, আশ্রয় কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা।

৮। **বাংলাদেশী ভিকটিমকে দেশে প্রত্যাবাসন** ।—(ক) জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা অন্য দেশে পাচার হইয়াছে এমন বাংলাদেশী নাগরিক সম্পর্কে কিংবা তাহার পরিবারের উৎসের ব্যাপারে কোনো বেসরকারি সংস্থা, অন্য দেশের কোনো কর্তৃপক্ষ কিংবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে কোনো তথ্য পাইলে তাহা পুলিশ সদর দপ্তরের মনিটরিং সেল এবং পুলিশের বিশেষ শাখার নিকট প্রেরণ করিবে যেন পুলিশ বাংলাদেশী ভিকটিমের জাতীয়তা নির্ণয় এবং পরিবারের উৎস নিশ্চিত করিতে পারে।

(খ) বাংলাদেশী ভিকটিমের পরিচিতি কিংবা জাতীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পর জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা প্রয়োজনীয় তথ্যবলী অন্য দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস বা মিশন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, উপযুক্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাকে অবহিত করিবে এবং তাহাদের সহায়তায় উক্ত বাংলাদেশী ভিকটিমকে দেশে প্রত্যাবাসন করাইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

সময়সীমা: ৪৫–৬০দিন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ: পুলিশের বিশেষ শাখা, পুলিশ সদর দপ্তর, জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: প্রেরণ-পত্রসহ (forwarding letter) পরিবারের উৎস-সন্ধান ফরম।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ: জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা।

৯। **উদ্ধারকৃত বাংলাদেশী ভিকটিমকে গ্রহণ।**—(ক) বর্ডার গার্ডস (বিজিবি), সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা/প্রবেশন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা, পুলিশ, অন্য কোন নির্ধারিত প্রতিনিধি অথবা উদ্ধারকৃত বাংলাদেশী ভিকটিমের পরিবার উক্ত ব্যক্তিকে গ্রহণ করিবে।

(খ) বাংলাদেশী ভিকটিমকে গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ যে দেশ হইতে তাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে সেই দেশে প্রেরণ করিতে হইবে।

(গ) প্রয়োজনে উদ্ধারকৃত বাংলাদেশী ভিকটিমকে সাময়িকভাবে বিদেশে অথবা বাংলাদেশে আশ্রয় কেন্দ্রে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) গৃহীত বাংলাদেশী ভিকটিমকে প্রয়োজনীয় মানসিক, আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করিতে হইবে যাহাতে তাহাকে সমাজে একাঙ্গীভূতকরণের প্রক্রিয়াটি শুরু করা যায়।

সময়সীমা: সাময়িক আশ্রয় কেন্দ্রে থাকিবার জন্য ১ দিন। সমাজে একাঙ্গীভূতকরণের জন্য আরও ১ সপ্তাহ হইতে ৩ মাস (প্রবেশন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ভিকটিমের ব্যাপারে সংস্থাকে তথ্য দিয়া হালনাগাদ রাখিবে)।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ: প্রবেশন কর্মকর্তা বা সরকার হইতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা এবং আশ্রয়কেন্দ্র।

১০। **উদ্ধারকৃত বাংলাদেশী ভিকটিমকে সমাজে একাঙ্গীভূতকরণ।**—(ক) দেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশী ভিকটিমকে উদ্ধারের পর কিংবা বিদেশে উদ্ধারের পর কোনো বাংলাদেশী ভিকটিমকে দেশে প্রত্যাবাসন করাইবার পর তাহাকে সমাজে একাঙ্গীভূতকরণের প্রক্রিয়া শুরু করিতে হইবে।

(খ) উক্ত ভিকটিমকে তাহার পরিবারে ফেরত পাঠানো সম্ভব না হইলে তাহাকে সমাজে একাঙ্গীভূতকরণের উদ্দ্যেশ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা এবং জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা আইন ও বিধিমালার অধীন ভিকটিমের কর্মসংস্থান ও তাহাকে প্রশিক্ষণ প্রদান কিংবা মানসিক, আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানসহ তাহার জন্য অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনোয়ারা ইশরাত
উপসচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd